Mohakhali Flyover

Giant step towards prosperity

Inauguration: 04 November 2004, 20 Kartik 1411

Ministry of Communications, Govt. of the people's Republic of Bangladesh

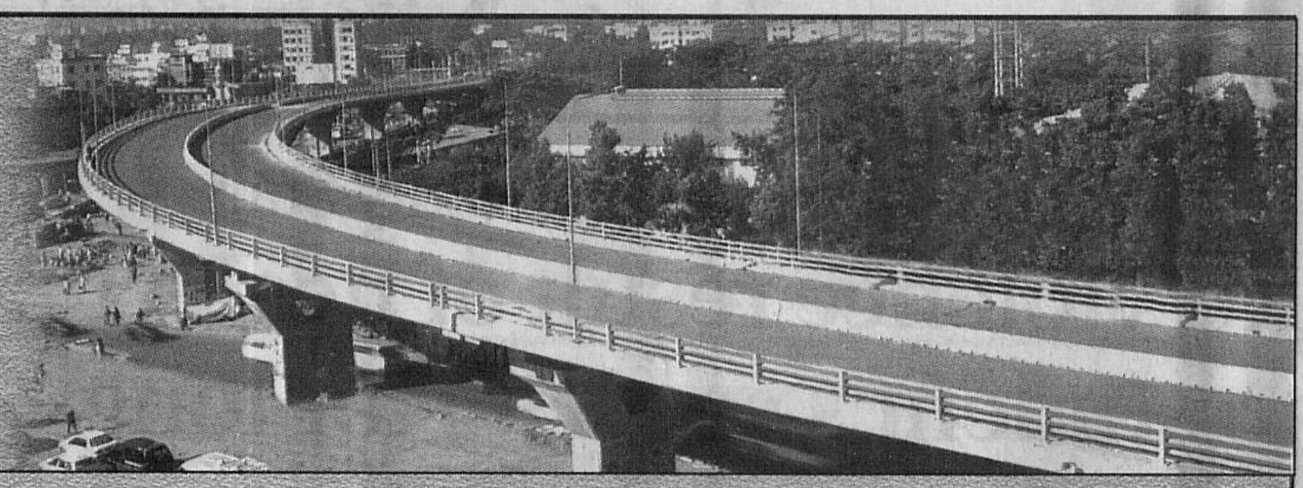

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২০ কার্তিক ১৪১১
০৪ নভেম্বর ২০০৪

বাণী

কেবল ঢাকা মহানগরী নয়, বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আজ এক নতুন যুগে প্রবেশ করলো। দেশে এই প্রথম বারের মতো ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচলের সূচনা হলো আজ। মহাখালীতে এই ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ শেষে তা' যাতায়াতের জন্য খুলে দিয়ে দীর্ঘদিনের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারায় আমি আনন্দিত।

জন ও যানবহুল ঢাকায় যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ফ্লাইওভার তৈরীর বিষয়টি অনেক আগে থেকে সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। আজ সেই দাবী পূরণ হলো। এ কাজটি আমাদের সরকারের হাত দিয়ে সম্পাদিত হওয়ায় আমরা গর্বিত। এই ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে দেশের উত্তর ও উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত যানসমূহ ঢাকা শহরে প্রবেশ করতে এবং ঢাকা থেকে বের হতে পারবে। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অভিমুখী যানবাহন মহাখালীতে ট্রাফিক সিগনাল ও রেলওয়ে ক্রসিং-এর সময় বাঁচিয়ে স্বল্প সময়ে গন্তব্যে যেতে পারবে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কসহ মহানগরীর অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাও এতে সহজতর হবে।

দেশে সুষম সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে এবং রাজধানী ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ঢাকা শহরে ট্রাফিক চলাচলের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সড়ক উন্নয়নসহ অন্যান্য ব্যস্ততমস্থানে ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজও আমরা হাতে নিয়েছি। খিলগাঁও ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ খুব শিগগিরই শেষ হবে। মালিবাগ ও মগবাজারে ফ্লাইওভার নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ চলছে। এ ছাড়া, ঢাকা মহানগরে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন আছে। ঢাকাকে যানজটমুক্ত গতিশীল মহানগরীতে রূপান্তরিত করতে মহাখালী ফ্লাইওভার প্রাথমিক সোপান হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আমি মনে করি।

মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

খালেদা জিয়া

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো উন্নত ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা। তাই বর্তমান সরকার দেশে একটি সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্ন সড়কবলয় (নেটওয়ার্ক) গড়ে তোলার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র রাজধানী ঢাকা দেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় সরকার এ মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। ফলে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাইলফলক হিসাবে মহাখালী ফ্লাইওভারের নির্মাণ শেষে আজ যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হলো।

ঢাকা শহরের পরিবহন সমস্যা চিহ্নিত এবং দূর করার জন্য ১৯৯২-১৯৯৪ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকার ইউএনডিপি'র সহায়তায় ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক স্ট্যাডি (ডিআইটিএস) সম্পন্ন করে। সেই স্ট্যাডির সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের অধীনে আশু করণীয় হিসেবে চিহ্নিত যে সব অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়, মহাখালী ফ্লাইওভার তার মধ্যে অন্যতম। মহাখালী ছাড়াও খিলগাঁয় আরেকটি ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ চলছে, যাত্রাবাড়ীতে ফ্লাইওভার নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে, ঢাকার অভ্যন্তরীণ রাস্তাসমূহের সংস্কার অব্যাহত রয়েছে এবং নতুন রাস্তা নির্মানের পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। এগুলো সম্পন্ন হলে ঢাকাকে অনেকাংশে যানজটমুক্ত করা সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল নেতৃত্বে ও দিক নির্দেশনায় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর দেশের প্রধার প্রধান সড়ক-সেতু-ফ্লাইওভার নির্মাণের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজ মহাখালী ফ্লাইওভার যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হলো।

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীদের অন্যতম। এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আমি বিশ্বব্যাংক-কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দেশী বিদেশী প্রকৌশলী, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকেও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মোঃ সাইফুর রহমান)

মন্ত্রী
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যতম মেগাসিটি ঢাকায় দেশের প্রথম ফ্লাইওভার-মহাখালী ফ্লাইওভার এর শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একদিকে যেমন বিশ্বে উন্নত যোগাযোগ প্রযুক্তির পরিমন্ডলে অভিসিক্ত হলো অন্যদিকে তেমনি রাজধানীতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্মোচিত হলো উন্নয়নের এক নতুন দিগন্ত। এ ফ্লাইওভার উদ্বোধনের ফলে সুষম সড়ক অবকাঠামো গড়ে তোলার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণে আমরা আরো এক ধাপ অগ্রসর হলাম। বিশ্বে বাংলাদেশও এক মর্যাদার আসনে সমাসীন হলো। নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সফল বাস্তবায়ন খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। মহাখালী ফ্লাইওভার বাস্তবায়নে শত প্রতিকূলতা সত্বেও যানজট নিরসনে সরকারের প্রতিশ্রুতি ও জনগণকে দ্রুততম সময়ে সেবা দেয়ার অবিচল মনোভাব নিয়ে নিরলসভাবে আমরা এ প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করেছি।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া প্রতিনিয়ত এ প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে ও দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নে বলিষ্ঠ দিক নির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ দান করেছেন। মূলতঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রবল আগ্রহ ও যানজট নিরসনে দৃঢ় অভিপ্রায়ের কারণে এ প্রকল্পের কাজ আমরা দ্রুত বাস্তবায়নে সক্ষম হয়েছি।

মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে মহাখালীসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার যানজট অনেকাংশে দূরীভূত হবে। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকার সার্বিক যোগাযোগ উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখবে। আন্তর্জাতিক মানের এ ফ্লাইওভারটি ব্যবহারকারীদের জন্য টোল ফ্রি রাখা হয়েছে এবং সব ধরণের যানবাহন চলাচলের জন্য এটি উন্মুক্ত করা হয়েছে। ফ্লাইওভারটি নির্মাণে উন্নত প্রযুক্তি, কারিগরীজ্ঞান এবং ব্যবস্থাপনা দেশীয় প্রকৌশলীদের অধিকতর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এ জাতীয় প্রকল্প স্বাধীনভাবে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণ যে দক্ষতা অর্জন করেছেন তা দেশের জন্য এক বড় প্রাপ্তি।

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে অন্যতম। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা দিয়েছে। এজন্য আমি বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টরকে সরকারের পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ ছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়নে দেশী-বিদেশী প্রকৌশলী, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান, উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট সবাই প্রকল্পের সফল সমাপ্তিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি তাঁদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে অতীব গুরুত্বপূর্ন এ প্রকল্প দ্রুততম সময়ে দেশবাসীর কাছে তুলে দিতে আমাকে তওফিক দেয়ায় আমি মহান আল্লাহর কাছে হাজারো শুকরিয়া আদায় করছি।

(ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা)

মেয়র
ঢাকা সিটি করপোরেশন
ও
চেয়ারম্যান
ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড

বাণী

ঢাকা মহানগরীর যাতায়ত ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে মহাখালী ফ্লাইওভার একটি মাইল ফলক। দেশের প্রথম ফ্লাইওভার নির্মাণে অংশীদার হতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই শুভ উদ্বোধনের মাধ্যমে মহানগরীর যাতায়ত ব্যবস্থায় সংযোজিত হলো নতুন প্রযুক্তির অবকাঠামো। এ আনন্দঘন মুহূর্তে আমি বিশ্বব্যাংক, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরসহ যাদের সহযোগিতা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই অনন্য নির্মাণ সম্ভব হয়েছে তাদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দিক নির্দেশনা ও তাগিদের কারণেই স্বল্প সময়ে প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলো। মহানগরীর সড়ক অবকাঠামোর সর্বোচ্চ ব্যবহারকল্পে সব ধরনের যানবাহন চলাচলে নবনির্মিত ফ্লাইওভার যানজট নিরসন তথা ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাস্তবায়নাধীন খিলগাঁও ফ্লাইওভারও খুব শিগগির চালু, একাধিক বহুতল বিশিষ্ট কারপার্কিং নির্মানের কাজ বাস্তবায়ন এবং বেসরকারী বিনিয়োগে যাত্রাবাড়ী-গুলিস্তান ফ্লাইওভার নির্মাণ শুরুর প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এসব শুভ উদ্যোগকে মহানগরবাসী সানন্দ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মানকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগন, যানবাহন মালিক ও যাত্রীদের অশেষ কষ্ট হয়েছে। এজন্য আমরা দুঃখিত। বৃহত্তর স্বার্থে তারা সবাই হাসিমুখে সেই কষ্ট স্বীকার করেছেন বলে তাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। এছাড়া সেনা কর্তৃপক্ষ ক্যান্টনমেন্ট এলাকার অভ্যন্তরে বিকল্প চলাচলের সুবিধা প্রদান করে জন দুর্ভোগ লাঘবে গুরুত্বপূর্ন অবদান রেখেছেন। তাদেরকেও জানাচ্ছি ধন্যবাদ।

উদ্বোধনের এই শুভ ক্ষণে মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে, বিশেষ করে যাদের নিরলস পরিশ্রমে এ ধরনের বিশাল এবং উল্লেখযোগ্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে-তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(সাদেক হোসেন খোকা, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনের একটি সফল প্রচেষ্টা এই মহাখালী ফ্লাইওভার। সারাদেশে সড়ক ও সেতু নির্মাণসহ ঢাকা শহরে ফ্লাইওভার নির্মাণের মাধ্যমে উন্নত সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং জনমুখী, নিরাপদ, সুলভ ও পরিবেশ বান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালদা জিয়ার গতিশীল ও উন্নয়নের রাজনীতির অন্যতম সাফল্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় সারাদেশে একটি নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র বিমোচনে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মহাখালী ফ্লাইওভার এদেশে নির্মিত প্রথম ফ্লাইওভার। এ ছাড়াও ঢাকা শহরের বিভিন্ন যানজটপূর্ণ ইন্টারসেকশন গুলোতে ফ্লাইওভার নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে। এ সমস্ত ফ্লাইওভারের নির্মাণ সমাপ্ত হলে ঢাকা শহরকে যানজটমুক্ত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। এতে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের আওতায় মহাখালী ফ্লাইওভার বাস্তবায়নে আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য বিশ্বব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ভবিষ্যতে ঢাকাসহ সারাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে বিশ্বব্যাংক তাদের সহযোগিতা আরো প্রসারিত করবে বলে আশা রাখি।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশী-বিদেশী কনসালটেন্টসহ ডিটিসিবি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকৌশলী ও কর্মচারীদেরকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

(সালাহউদ্দিন আহমদ এম.পি)

সচিব
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মিত হয়েছে। এই ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে মহাখালী, তেজগাঁও, গুলশান ও বনানীসহ ঢাকা মহানগরের আশে-পাশের এলাকা অনেকাংশে যানজটমুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতীপূর্ণ নগর। বিশেষতঃ সড়কগুলির অপ্রশস্ততা ও অপর্যাপ্ততার কারণে ঢাকা মহানগরে যানজট দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছে। যানজট নিরসনের লক্ষ্যে মহানগর এলাকায় নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ করা সম্ভবপর নয় বিধায় ঢাকা মহানগরে ফ্লাইওভার ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ একান্ত প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরে ফ্লাইওভার ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীরর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী যানবাহন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ বর্তমানে সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ঢাকা মহানগরে একটি আধুনিক ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক কে আন্তরিক ধন্যবাদ। মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, উপদেষ্টা ও নির্মাণ কর্মীকে অভিনন্দন।

(মোঃ শফিকুল ইসলাম)

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

বাণী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আজ মহাখালী ফ্লাইওভার উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ঢাকা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের অগ্রগতির ধারায় আরো একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের অধীন ঢাকা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নয়নের যে সমস্ত কাজ সমাধা করা হয়েছে বা হচ্ছে মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণ এর অন্যতম। মহাখালী ফ্লাইওভার হচ্ছে রাজধানী ঢাকা শহরে নির্মিত প্রথম ফ্লাইওভার। এ ফ্লাইওভারটি নির্মাণের ফলে এয়ারপোর্ট গামী যানসমূহ ট্রাফিক জ্যাম ছাড়াই নিউ এয়ারপোর্ট রোডে যেতে পারবে। তবে ঢাকা শহরকে যানজটমুক্ত করে আধুনিক ঢাকায় রূপান্তরিত করতে হলে আরো কয়েকটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে হবে। এই ফ্লাইওভারটি তাদেরই একটি অঙ্গ হবে।

এ ফ্লাইওভারটি নির্মাণে ব্যবহৃত উন্নত প্রযুক্তি ও কারিগরী ব্যবস্থাপনা আমাদের প্রকৌশলীদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে ঢাকাবাসীর দীর্ঘদিনের একটি আকাঙ্খা বাস্তবে রূপায়িত হল। এজন্য আমি বিশ্বব্যাংক ও তাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সকল দেশী-বিদেশী প্রকৌশলী ও নির্মাণ কর্মীসহ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

শেখ রবিউল ইসলাম

মহাখালী ফ্লাইওভার ঢাকায় নির্মিত প্রথম ফ্লাইওভার। ঢাকা শহরের অন্যতম ব্যস্ত এলাকা মহাখালী রেলক্রসিং এর উপর নির্মিত উভয় প্রান্তের এ্যাপ্রোচ র‍্যাম্প সহ ১০১২ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১৭.৯ মিটার প্রশস্ত বিশিষ্ট এই ফ্লাইওভারটি ঢাকা শহরের অভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে।

ঢাকা শহরের পরিবহন সমস্যা চিহ্নিত এবং দূর করার জন্য ১৯৯২-৯৪ সালে সরকার ইউএনডিপি'র সহায়তায় ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট ষ্টাডি (DITS) সম্পন্ন করে। উক্ত ষ্টাডির সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা শহরের যানজট নিরসন সহ পরিবহন সমস্যা সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল সফল কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে, মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণ তাদের অন্যতম। প্রথমে মহাখালী ও যাত্রাবাড়ী দুই স্থানেই ফ্লাইওভার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যয় বরাদ্দকৃত অর্থের তুলনায় অনেক বেশী হওয়ায় যাত্রাবাড়ী ফ্লাইওভার নির্মাণ স্থগিত করা হয় এবং শুধুমাত্র মহাখালীতে ফ্লাইওভার নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

ফ্লাইওভারটি কারিগরী দিক থেকে নানাভাবে বৈশিষ্টময়। ফ্লাইওভারটিতে ১৯ স্প্যান রয়েছে যার ১৫টি স্প্যানে যমুনা সেতুর ন্যায় প্রি-কাষ্ট প্রি-ষ্ট্রেসড সেগমেন্টাল বক্স গার্ডার টাইপ এবং বাকী ৪টি স্প্যান কাষ্ট ইন সিটু প্রি-প্রেসড বক্স গার্ডার টাইপ। ডিভাইডারের উভয় পার্শ্বে পরস্পর বিপরীতমুখী যানবাহন চলাচলের জন্য ৭.৫ মিটার প্রশস্ত ২ লেন ক্যারেজওয়ে এবং রেলিং সহ ০.৬০ মিটার ফুটপাতও নির্মিত হয়েছে।

ফ্লাইওভারটির ১৮টি পাইল ক্যাপ ও ২টি এবাটমেন্টের নীচে ৭৫০ মিলিমিটার ডায়ামিটার ও ২৩ মিটার গভীর মোট ৫৫২টি আরসিসি বোরড পাইল নির্মাণ করা হয়েছে। মহাখালী রেলক্রসিং এর দুই পার্শ্বের পাইল ক্যাপ ১২ ও ১৩ এর নীচে সর্বোচ্চ ৪২টি করে পাইল আছে এবং এবাটমেন্ট দুটির নীচে ১৮টি করে পাইল আছে। প্রতিটি পাইলের কোয়ালিটি Low Strain integrity Testing দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া ভূমিকম্প জনিত ক্ষতি রোধের জন্য ফ্লাইওভারটিতে বৃহদাকারের শক ট্রান্সমিশন ইউনিট বসানো হয়েছে।

মহাখালী ফ্লাইওভারের অবস্থান, এখান দিয়ে যাতায়াতকারী যানবাহনের পরিমান এবং ঢাকা শহরের সার্বিক যানজটের কথা বিবেচনায় রেখে সদাশয় সরকার মহাখালী ফ্লাইওভারকে টোলমুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১১৩ কোটি টাকা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ইন্টারন্যশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (আইডিএ) বা বিশ্বব্যাংক প্রায় ৮১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে, অবশিষ্ট টাকা বাংলাদেশ সরকারের। ১৯৯৮-৯৯ সালে ঢাকা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের অধীনে ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের উদ্যোগ নেয়া হয়, ২০০১ সালের ১৯ ডিসেম্বর ফ্লাইওভারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় এবং নির্মাণ কাজ সমাপ্তিতে অদ্য ৪ নভেম্বর ২০০৪ ফ্লাইওভারটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক উদ্বোধন শেষে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। ফ্লাইওভারটির সফল বাস্তবায়নের শুরু থেকে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে মহান আল্লাহর নিকট আমি শোকরিয়া আদায় করছি। সেতু নির্মাণ কালে দূর্ঘটনায় একজন বাংলাদেশী শ্রমিক ও একজন চাইনিজ প্রান হারিয়েছে। আজ ফ্লাইওভার উদ্বোধন লগ্নে তাঁদের কথা গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ও তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাদের পরিবারবর্গের ব্যথার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছি।

ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের সুষ্ঠু ও সফল বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কনসালটেন্ট এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সহ সকল প্রকৌশলী, নির্মাণ কর্মী, ঠিকাদার, সরবরাহকারী ও কর্মকতাগনকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

শাহাবউদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক

HEIDELBERGCEMENT BANGLADESH LTD. for better building

SCANCEMENT
HEIDELBERGCEMENT Group